১. কর্ম-উপযোগবাদ (Act Utilitarianism**) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

কর্ম-উপযোগবাদ অনুসারে, 'কোন বিশেষ কাজ যে ঠিক বা উচিত কাজ তা সরাসরি তার উপযোগিতা অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ কোন বিশেষ কাজ ঠিক বা উচিত কাজ কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে ব্যক্তিকে এটাই দেখতে হবে যে, ঐ বিশেষ কাজটি ঐ পরিস্থিতিতে অন্যান্য কাজ অপেক্ষা জগতে অকল্যাণের চেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন করতে পারে কি-না।' কর্ম-উপযোগবাদীদের, সংক্ষেপে ক- উবাদীদের মতে, কোন বিশেষ কাজ কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা বেশি কল্যাণ সাধন করতে পারলে, সেই কাজটি হবে ঠিক কাজ বা উচিত কাজ; আর ঐ পরিস্থিতিতে কাজটি জগতে অকল্যাে চেয়ে বেশি কল্যাণ সাধন করতে না পারলে তা হবে বেঠিক বা অনুচিত কাজ। সহজ কথায়, ক-উবাদীদের মতে, কোন বিশেষ-কাজ বহুজনের উপযোগী বা উপকারী হলে, নৈতিক বিচারে, তা 'সৎকাজ' বা 'উচিত কাজ' বলে বিবেচিত হবে।

ক-উবাদী কেবল কোন বিশেষ কর্মেরই উপযোগিতা নির্ধারণ করেন, কর্ম-নীতি বা কর্ম-নিয়মের নয়, বিশেষ কোন কর্মের পরিণাম বিচার করেন, কর্ম-নীতির পরিণাম নয়। এখানে কর্মকর্তার প্রশ্নটি হবে, 'এই পরিস্থিতিতে আমি যদি এই কাজ করি তাহলে জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা বেশী কল্যাণ প্রতিষ্ঠা পাবে কি-না, মোট কল্যাণ মোট অকল্যাণ অপেক্ষা বেশী হবে কি-না।' কর্মকর্তার প্রশ্নটি এখানে এমন হবে না, 'এই পরিস্থিতিতে সবাই যদি এমন কাজ করে (অর্থাৎ কাজটি একটি কর্ম-নিয়মকে মেনে চলে) তাহলে জগতে অকল্যাণ অপেক্ষা বেশি কল্যাণ প্রতিষ্ঠা পাবে কি-না।' স্পষ্টতই ক-উবাদে কর্ম-নীতি প্রাধান্য পায় না, কর্মটাই এখানে প্রধান। এখানে এটা বিবেচ্য নয় যে, এই পরিস্থিতিতে সত্যভাষণের নিয়ম অর্থাৎ সুনীতি অনুসরণ করে সত্য কথা বললে তা লোকের সর্বাধিক কল্যাণ উৎপন্ন করবে কি-না। এখানে বিবেচ্য হল,- এই পরিস্থিতিতে আমি যদি সত্য কথা বলি (বিশেষ কাজ) তাহলে তাতে সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হবে কি- না। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই মানুষ এমন নিয়ম রচনা করেছে যে 'সত্যভাষণ সম্ভবত সবক্ষেত্রে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। ক-উবাদীর কাছে নিয়মটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তিনি শুধু এটাই জানতে চান-'এই পরিস্থিতিতে এই কাজটি সর্বাধিক লোকের উপকারী হবে অথবা হবে না।' ক-উবাদীরা ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম-নীতি লঙ্ঘন করাকেও 'অনৈতিক' বলেন না। ক-উবাদী বলেন, আমাদের এমন মনে করার যদি সঙ্গত যুক্তি থাকে যে, এই পরিস্থিতিতে সত্য কথা না বললেই সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ হবে, তাহলে সত্যভাষণের নিয়ম অনুসরণ করে কর্মকে (অর্থাৎ সত্যভাষণকে) সেক্ষেত্রে 'উচিত কর্ম' বলা যাবে না-পরিস্থিতির বিচারে 'সত্য না-বলাকেই' 'যথোচিত কাজ' বলতে হবে।